"মিষ্টি বাচ্চারা - পদ এর আধার পড়ার উপরেই নির্ভর করছে, নিজে পড়ে অন্যদেরকেও পড়াতে হবে, গলি - গলিতে গিয়ে বাবার পরিচয় দিতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ ইচ্ছার থেকে দূরে থেকে সেবাতে নিয়োজিত থাকতে হবে?

*উত্তরঃ - তোমরা হলে দয়ালু বাচ্চা l তোমরা কারোর থেকে অর্থ নেওয়ার ইচ্ছা রাখবে না l এই ইচ্ছার থেকে দূরে থেকে দান করার সেবায়, অন্যকে নিজের সমান বানানোর সেবায় লেগে থাকতে হবে l বুদ্ধিতে যেন থাকে - যার ভাগ্যে থাকবে, সে অবশ্যই বীজ বপন করবে l কেউ যদি বাণী বা কর্মের দ্বারা সেবা নাও করতে পারে, তাহলে ধনের সাহায্যেও সহযোগী হতে পারে l গরীব বাচ্চারা তো একমুঠো চাল দিয়েও মহল নিয়ে নেয় l

*গীতঃ- প্রীতম এসে মিলিত হও...

ওম্ শান্তি l প্রিয়তমাদের জন্য একটি ডাকই যথেষ্ট l এখন এই ডাক কে ডাকছে আর কাকে ? এ তো কেবল বাচ্চারা তোমরাই জানো, কেননা তোমরা বাবার দ্বারাই বাবাকে জেনেছো l ফাদার শো'জ সন, তারপর সন শো'জ ফাদার (বাবা ছেলেকে প্রদর্শন করায় আর ছেলে বাবাকে) - এমনই নিয়ম l এখন প্রিয়তমারা তাদের প্রীতমকে ডাকছে l গীত তো কৃষ্ণের জন্য গাওয়া হয়েছে l সকলেরই তো কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি আছে l কৃষ্ণের ভক্ত মনে করে যে, কৃষ্ণ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন l বাস্তবে প্রীতম সকলেরই এক l সব পতিতদের পবিত্র একজনই করেন l নিরাকারকেই মানুষ স্মরণ করে কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মাকে যথার্থ রূপে জানে না l নিরাকারের যথার্থ অর্থ কি তা মানুষ জানে না l বাবা বুঝিয়েছেন যে, বাস্তবে একই রাম, হে প্রভু, হে ঈশ্বর, ও গড! - একজনকেই ডাকতে থাকে l কোনো শরীরধারী মানুষ বা দেবতাকে ডাকে না l বুদ্ধি নিরাকারের দিকেই চলে যায় l গড ফাদার সকলেরই এক l তারা মনেও করে যে, আমরা সব ভাই - ভাই কিন্তু তা আত্মা রূপে l এমনিতে তো প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের ধর্মের l নিজের ধর্মের ভাই - বোনেরাও লড়াই করতে থাকে l সবাই যখন দুঃখী হয়ে যায় তখন বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো কেননা সকলেরই পতিত - পাবন আমিই l সব প্রিয়তমাদের প্রীতম তো একজনই l সজনী তাদের সাজনকে স্মরণ করে l প্রিয়তমারা স্মরণ করে - প্রীতম এসে মিলিত হও l আত্মারা মন থেকে ডাকতে থাকে l ডাকে তো আত্মাই, শরীর তো নয় l জীব আত্মা, জীব আত্মার সঙ্গে কথা বলে l দুনিয়াতে মানুষের দেহভাব থাকার কারণে নিজেকে শরীর মনে করে l বাচ্চারা, তোমাদের পাক্কাভাবে বুঝতে হবে যে, জীবের আত্মা ডাকতে থাকে l আত্মাই ভালোবাসে l শরীর, শরীরকে ভালোবাসে না l আত্মাই শরীর ধারণ করে l এই সময়ের প্রেমও অশুদ্ধ l দেবী - দেবতার প্রেম তো খুবই শুদ্ধ হবে l মানুষ মনে করে, প্রেম হলো বিকারের l সত্যযুগে কিন্তু প্রেম থাকবে কিন্তু সেখানে কোনো বিকার থাকে না l বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য বিকারের হাত থেকে বাঁচান l তোমরা এই কথা যদি কাউকে বসে বোঝাও তাহলে তারা শুনে খুব খুশী হবে l

তোমরা বলো যে - বাবা, সার্ভিস হয় না কিন্তু সার্ভিসের তো অনেক উপায় বাবা বলে দেন l এখন দশহরা যখন আসে, দেবীর পূজাও সব জায়গায় হয় l তাই সেখানে গিয়েও বোঝানো উচিত l বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত l তিনি হলেন, পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার বাবা l আমরা আত্মারাও মূল বতনে থাকি l বতন ঘরকেও বলা হয় l আমাদের, আত্মাদের বাবাও সেই পরমধামেই থাকেন l বাবা বাচ্চাদের পাঠিয়ে দেন l এও ড্রামা অনুসারে অটোমেটিক্যালি চলতে থাকে l তাঁকেও নিজের সময় অনুসারে আসতে হয় l এক হলেন বাবা আর বাকি সকলেই আত্মা l এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি l তাদের মধ্যে দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলেন সত্যযুগে l বাকি ৮ - ১০ টি হাতওয়ালা মানুষ হয় না l এরা কোথা থেকে আসবে ? যেখানে পূজা হচ্ছে সেখানে তোমাদের ইনোসেন্ট হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে - এটা কি হচ্ছে? রুদ্র যজ্ঞও অনেক হয় l বিত্তবান লোকেরা অনেক যজ্ঞ ইত্যাদি করাতে থাকে l তোমরা যেখানে খুশী রমণ করতে পারো, তোমরা হলে রমতা যোগী l যারা যেই যেই দেশে থাকে, তারা সেখানেই সর্ভিস করতে পারবে l এঁরা কারা যাদের পূজা হয়? এঁরা কি করে গেছেন ? এঁরা কাদের সন্তান ? এইসব কথা বসে জিজ্ঞেস করা উচিত l তারপর বোঝানো উচিত। কেননা তোমাদের সকলের কল্যাণ করতে হবে, দয়ালু হতে হবে l তোমরা অকারণেই অর্থ নষ্ট করো l

বাচ্চাদের জন্য সার্ভিস তো অনেক আছে l এখন দশহরা আসছে, এর উপর বোঝানো উচিত যে, রাবণকে কেন জ্বালানো

হয়? রাবণের রাজ্য কবে থেকে কতদিন চলেছে? এরপর বিষ্ণুর রাজ্য কতো সময় চলে? সে হলো ব্রহ্মার দিন আর এ হলো ব্রহ্মার রাত l গভর্নমেন্টকেও গিয়ে বোঝানো উচিত l অবশ্যই এখন হলো রাবণ রাজ্য l সে হলো বিষ্ণু সম্প্রদায় অথবা দৈবী সম্প্রদায়, এ হলো আসুরী সম্প্রদায় l বড় - বড় মানুষদের গিয়ে বোঝানো উচিত l ছবি নিয়ে যাওয়া উচিত l চেষ্টা করা উচিত যে - এমন বাণ মারবে যে নাম উজ্জ্বল হয়ে যায় l বেনারসে সরস্বতী ইত্যাদির অনেক টাইটেল পাওয়া যায় l এখন সরস্বতী তো হলেন জগৎ অম্বা l ভারতবাসী সবাই জগৎ অম্বাকে মানবেন, যিনি জগতের রচনা করেছেন l তাহলে অবশ্যই পিতাও থাকবে l জগৎ পিতা ব্রহ্মা আর জগৎ অম্বা সরস্বতী বলা হয়, তাই না l সরস্বতীও ব্রহ্মার সন্তান, ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী l তাহলে ব্রহ্মাকে কে রচনা করেছেন? গায়ন আছে যে, শিব পরমাত্মায়ে নমঃ, তারা হয়ে গেলো দেবতায়ে নমঃ,তাহলে দেবতাদের রচয়িতা শিব পরমাত্মা হয়ে গেলেন, তাহলে তাঁর থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া গিয়েছিল ! তাই বাচ্চারা, তোমাদের তো বোঝাতে বেরোতে হবে l যারা খুব ভালো বুঝদার বাচ্চা, তাদের সেবা করা উচিত l বাবা তো গলিতে গলিতে যাবেন না l এ হলো বাচ্চাদের কাজ l সেবা না করলে মনে করা হবে যে এরা সেবাপরায়ণ নয় l তাহলে পদও তেমনই পাবে l বাবার সন্তান হয়েছো, কিন্তু তবুও সবকিছুই পড়াশোনার উপরে নির্ভর করে l যারা বেশী পড়বে, তারাই উঁচু পদ পাবে l শিক্ষিতদের সামনে অশিক্ষিতরা মাথা নত করবে l উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত l এ কথা শিববাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন l বাইরের বাচ্চারাও বুঝবে যে - শিববাবা মধুবন থেকে মুরলী চালান l মুরলী না এলে বাচ্চারা হয়রান হয়ে যায়, তারা ভাবে - শিববাবার মুরলী কেন এলো না? কেননা শিববাবার মুরলীতেই আমাদের জন্ম হীরের তুল্য হয়ে যাবে l মুরলী তো রোজ শোনা উচিত l সাত দিনের মুরলীও যদি কারোর কাছে যায়, সে যদি বসে পড়তে থাকে, তাহলে কতো খুশী হওয়া যায় l অবশ্যই মুরলী পড়া উচিত l যে কোনো কানা, খোঁড়া, বোবা বা প্রতিবন্ধী মানুষও এই মুরলী পড়তে পারে l জ্বরই হোক বা যে কোনো রোগ, অবশ্যই মুরলী পড়া উচিত l

তোমরা কেবল বলো - তোমাদের দু'জন বাবা, তাই যাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে, তারা এই দুটি শব্দেই বুঝে যাবে l এই জ্ঞান এমনই সহজ l বাবাকে স্মরণ করলে সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে এসে যায় l বুদ্ধিতে যতো চক্র ঘোরাবে,ততই চক্রবর্তী হতে পারবে l বাবা বলেন যে - যারা আমার ভক্ত, বা লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদিকে মানে, তাদের বোঝাও - তোমরাই দেবী - দেবতা ছিলে, ৮৪ চক্র ঘুরেছো, এখন আবার দেবতা হও l এই বাবাও লক্ষ্মী - নারায়ণের ভক্ত ছিলেন, তাই না l তোমরা পূজারী থেকে আবার পূজ্য হও l লক্ষ্মী - নারায়ণ তো পূজ্য ছিলেন তাই না l তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যাবে, বলবে - কাল আমরা এঁদের পূজা করতাম আর এখন এমন তৈরী হচ্ছি l বোঝানো তো খুবই সহজ l বাচ্চারা, তোমাদের দয়ালু হতে হবে l যাদের সার্ভিসের শখ থাকবে যে ব্রাহ্মণ শেখাবেন তার সাথ ধরে থাকবে l তারা বলবে, আমাদের বসে বোঝাও l তোমরা শিববাবার ভাণ্ডার থেকে খেয়ে থাকো, তাই শিববাবার সার্ভিস তো করতেই হবে, তাই না l সবাই শিববাবার ভান্ডারেই দেন l তারা মনে করে, আমরা শিববাবার ভাণ্ডার থেকেই খাই l তাই মন - বচন এবং কর্মের দ্বারা সার্ভিস করতে হবে l এখানে তোমরা কতো মজা পাও l সেই মজা ঘরে হয় না l মন্সা সার্ভিস করতে হবে, স্মরণও করতে হবে l পবিত্রও হতে হবে l শঙ্খধ্বনিও করতে হবে l কর্মের দ্বারাও এই যজ্ঞের যে কোনো সেবা করতে হবে l শুরুতে মান্সা - বাবা বাসনও মাজতেন l গোবরের মণ্ডও বানাতেন l দেহভাব দূর করার জন্য এইসব করতেন l এখন দিনে দিনে অনেকের মধ্যেই দেহ - ভাবের বৃদ্ধি হচ্ছে l যজ্ঞ থেকে ভোজন করলে সার্ভিস তো করা উচিত l বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্মের বিনাশ হবে l সর্বব্যাপী বলে দিলে কিভাবে বিকর্মের বিনাশ হবে ? সর্বব্যাপী বলে দিলে বুদ্ধির যোগ লাগতে পারে না l তাই এই সেবা সকলকেই করতে হবে l দান দিতে হবে l ওই সেবা না হলে স্থূল সেবা করো l তাও যদি না করতে পারো অর্থের দ্বারা সেবা করো l তাহলে সেও সেবা হয়ে যাবে l বীজ বপন করলে তার ফল বের হয় l এখানে চাল, রুটি দিলে মহল পাওয়া যায় l কাউকেই বলতে হবে না যে বীজ বপন করো l ভাগ্যে না থাকলে কখনোই বুদ্ধিতে আসবে না l বিত্তবান ব্যক্তি হলে তারা পাঁচ লাখ টাকার ইনসিওরেন্স করে l গরীব হলে ৫০০ টাকার ইনসিওরেন্স করবে l এখানে গরীবরা সবথেকে বেশী ইনসিওরেন্স করে l গরীবের একমুঠি চালও বিত্তবানদের অর্থের সমান হয়ে যায় l মান্সাকে দেখো, কি ইনসিওর করেছেন ? তন - মনের দ্বারা দেখো কতো সেবা করেছেন l যারা অনেক অর্থ দেয়, তারাও এমন পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না, যা তিনি পেয়েছিলেন l

তোমরা তো নর থেকে নারায়ণ হবে l এই জ্ঞান হলোই স্বরাজ্য যোগ l প্রত্যেকেরই বুদ্ধি বুঝতে পারে যে, আমরা মান্সা - বাবাকে অনুসরণ করছি? পুরুষার্থ তো করতে হবে, তাই না l এই জ্ঞান সাগর তো গলিতে - গলিতে যাবেন না l বাবা তো জনসমক্ষে ভাষণ করতে পারবেন না l বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদের সামনে ভাষণ করবো l আমি সকলের বাবা l তোমরা মায়েরা আর কুমারীরা রয়েছো l তোমাদের গিয়ে ভাষণ করতে হবে l তার উপরে তোমরা হলে আবার বি.কে l এখন জগদম্বার জন্য কতো বড় মেলা হয় l তিনি কিছু তো সার্ভিস করে গেছেন, তাই না l তোমরা সে কথা বলতে পারো,

সেখানে অনেক সার্ভিস করতে পারো l সেবা পরায়ণ বাচ্চারা নিজে থেকেই সেবা করতে থাকবে l যারা নিজে থেকেই করে, তারাই দেবতা... সকালে যাও আর রাতে ফিরে এসো l সার্ভিস করার সাহস চাই l অনেক ভালো ভালো বাচ্চা আছে কিন্তু তারা কোনো না কোনো বন্ধনে আবদ্ধ l রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অবলাদের উপরে অনেক প্রকারের বিঘ্ন আসে l তোমরা প্রত্যক্ষভাবে তা দেখছো l তাই বাবার থেকে যদি অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হয়, তাহলে সার্ভিসে তৎপর থাকতে হবে l তোমরা শ্রীমতে চলো l হ্যাঁ, লৌকিক বাবা - মা থাকলে তাদের সেবাও করতে হবে, সাথে সাথে এই সেবাও করতে হবে l বম্বেতে অম্বার মন্দিরে অনেকেই যায়, সেখানে গিয়েও তোমরা সার্ভিস করতে পারো l এমন যারা সর্ভিস করবে, তাদের গভর্নমেন্টও শরীর নির্বাহের কারণে অর্থ দেওয়ার জন্য তৈরী থাকবে l যদি কেউ কিছুই না বোঝে তাহলেও পরিশ্রম করো, কেউ না কেউ বেরিয়ে আসবে l সার্জন তো অনেক চাই l তোমরা হলে অন্ধের লাঠি l বাচ্চারা, তোমাদের জন্য সার্ভিস তো অনেক আছে l তোমরা কারোর থেকেই অর্থ নেওয়ার ইচ্ছা রাখবে না l তোমাদের তো দয়ালু হতে হবে l দয়ালু বাবার বাচ্চাও দয়ালু l যারা অনেকের মার্গ দর্শন করবে, তারা পদও উঁচু পাবে l শোনে তো অনেকেই l এখান থেকে গেলেই সব ভুলে যায় l নম্বর অনুসারেই ধারণা হয়, এতে অনেক পরিশ্রম চাই l ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য পাওয়া যায় l এ কি কম কথা l গভর্নমেন্ট যেমন বলে, আরাম হলো হারাম l বাবাও বলেন নিদ্রাজয়ী হও l রাতেও উপার্জন করো l

কেউ যদি শরীর ত্যাগ করে, তাহলে মনে করা হয় যে ড্রামাতে তার এতটাই পার্ট l যারা অনন্য বাচ্চা হয়, তারাই আসে l কেউ তো অনেক চোখের জল বইয়ে দেয়, অনুশোচনা করে যে - আমরা সার্ভিস করিনি, বাবার কথা শুনিনি l এমন বিভিন্ন প্রকারের হয় l বাবা সাক্ষাৎকার করান - তোমাদের কতো বলতাম, সার্ভিস করে নিজের সমান বানাও, তোমরা কিছুই করোনি, আবার কাঁদছো l ধর্মরাজের সামনেও কাঁদতে থাকে, মার খায় l পরীক্ষা হয়ে গেছে, রেজাল্ট বের হয়ে গেছে, এরপর কাঁদলে কি কোনো লাভ হবে?

প্রীতম এখন এসেছেন তাঁর প্রিয়তমাদের নিয়ে যাবার জন্য l তিনি বলেন - তোমরা এসো, আমি তোমাদের বিশ্বের মহারাণী বানাবো l যারা পুরুষার্থ করবে, তারাই হতে পারবে l তারাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী হয় l কেউ তো খুব ঝলমল করে l তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো l উপরে তোমাদের পরের দিকের রেজাল্টের স্মরণ আছে l এখন তো গ্রহণ লাগবে l চলতে চলতে গ্রহের দশা লেগে যায় l তোমরা এই ঝড় ঝাপটা থেকে বেরোতে পারো না l গ্রহণ লাগলো আর পড়ে গেলে l অনেকেরই এই গ্রহণ লাগে l এই গ্রহণ মাতা - পিতাকেও ভুলিয়ে দেয় l কেউই তো এখনো পরিপূর্ণ হয়নি l মায়াও বলবান হয়ে বলবানের সঙ্গে লড়াই করবে l আচ্ছা l

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত l আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার l

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) রমতা (ভ্রমণ করে করে) যোগী হয়ে সেবা করতে হবে l মন - বচন এবং কর্ম যে কোনো প্রকার সেবায় অবশ্যই ব্যস্ত থাকতে হবে l

২) রাত জেগে উপার্জন করতে হবে l নিদ্রাজয়ী হতে হবে l যে কোনো পরিস্থিতিতেও অবশ্যই মুরলী পড়তে হবে l

বরদানঃ- অল্প কালের সংস্কার গুলিকে অনাদি সংস্কার গুলিতে পরিবর্তন করা বরদানী মহাদানী ভব

অল্প কালের সংস্কার গুলি, যেগুলি না চাইলেও বোল আর কর্ম করাতে থাকে । সেইজন্য তোমরা বলে থাকো যে, আমার মনের ভাব এটা ছিল না, আমার লক্ষ্য এটা ছিল না, কিন্তু হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলে, আমি ক্রোধ করিনি, কিন্তু আমার কথা বলার সংস্কারটাই এই রকম... তো এই অল্প কালের সংস্কারও মজবুত বানিয়ে দেয় । এখন এই সংস্কার গুলিকে অনাদি সংস্কার গুলির সাথে পরিবর্তন করো। আত্মার অনাদি অরিজিনাল সংস্কার হলো সদা সম্পন্ন, সদা বরদানী আর মহাদানী।

স্লোগানঃ- পরিস্থিতিত রূপী পাহাড়কে উড়তি কলার পুরুষার্থের দ্বারা পার করে নেওয়াই হলো উড়ন্ত যোগী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;